PRINT

সমকাল

পানিবন্দি বিদ্যালয়ের সেই রাস্তাটি এখন চলাচল উপযোগী

নিকলী

১১ ঘণ্টা আগে

কিশোরগঞ্জ অফিস

কিশোরগঞ্জের হাওরাঞ্চলের নিকলী উপজেলায় হাঁটুপানি ভেঙে শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাতায়াতের বিষয়ে গত ২২ জুন সমকালে প্রতিবেদন প্রকাশের পর ধসে যাওয়া রাস্তাটি দ্রুত চলাচল উপযোগী করে দিয়েছেন নিকলীর ইউএনও শাহীনা আক্তার।

সোমবার সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, পশ্চিম নিকলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন রাস্তাটিতে শত শত বস্তা ফেলে চলাচল উপযোগী করা হয়েছে। মজবুতের জন্য রাস্তাটির দু'পাশে দেওয়া হয়েছে বাঁশের ঘন খুঁটি। আগের মতোই বিদ্যালয়ে যাচ্ছে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীরা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক আইয়ুব আলীসহ স্কুলের অন্য শিক্ষকরা। তারা সংবাদকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানান, সংবাদটি প্রকাশের পর দিনই পরিদর্শনে আসেন ইউএনও শাহীনা আক্তার। তিনি পরিদর্শন করে যাওয়ার পর দিনই রাস্তার কাজ শুরু হয়। বিদ্যালয়টির পক্ষ থেকে ইউএনওসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি তারা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মো. স্বাধীন মিয়াসহ একাধিক শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও এলাকাবাসী বলেন, ইউএনওর প্রতি আমাদের আস্থা রয়েছে। উপজেলায় কোনো সমস্যা হলে তিনি দ্রুত তা সমাধানের উদ্যোগ নেন ও চেষ্টা করেন। স্কুলের সড়কটি তিনি দ্রুত যাতায়াত উপযোগী করে দিয়েছেন।

ইউএনও শাহীনা আক্তার বলেন, বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গে পানিবন্দি বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে যাই। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডির) সড়কটি নির্মাণ করেছিল। দু'পাশেই পুকুর থাকায় পরীক্ষামূলক ব্লক নির্মিত সড়কটি ধসে যায়। ব্লক পদ্ধতির বদলে পাকাকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। চলমান সমস্যা দূরীকরণে সাময়িকভাবে বস্তা ও মাটি দিয়ে সড়কটি চলাচলের উপযোগী করে দিয়েছি।

নিকলী উপজেলা পরিষদ থেকে পল্লী বিদ্যুৎ অভিযোগ কেন্দ্র হয়ে নিকলী থানা ও পুরাতন বাজারে সংযুক্ত সড়কটি ২০১৭ সালে নির্মাণ করে এলজিইডি। পরীক্ষামূলক ব্লক পদ্ধতিতে করা সড়কটির পাশেই রয়েছে পশ্চিম নিকলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের একমাত্র পথও এটি। গত ঈদুল ফিতরের একদিন আগে থেকে ক্রমাগত বৃষ্টিতে প্রায় ১০০ গজ সড়কে ধস নেমে পানিতে তলিয়ে যায়। হাঁটুপানি ভেঙে বিদ্যালয়ে যেতে হচ্ছিল শিক্ষার্থীদের। এ ছাড়া নিকলীর পশ্চিম এলাকার স্কুল-কলেজগামী সহস্রাধিক শিক্ষার্থীসহ এলাকাবাসীর দুর্ভোগের কারণ হয়ে উঠেছিল সড়কটি।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com